TRIPURAINFO

উপজাতিয় রাজনীতি: প্রায় সব অবাম,অ বিজেপি উপজাতিয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে

লোকসভা ভোটের আগে খুব দ্রুত মেরুকরন হচ্ছে রাজ্যের উপজাতিয় রাজনীতি। প্রায় সব অবাম,অ বিজেপি উপজাতিয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। এরা ভুলতে বসেছে নিজেদের মধেৎকার আগের ভেদাভেদ ,মতপাথক ।বিজেপি বিরোধী অবাম ভাবধারায় বিশ্বাসী উপজাতিয় নেতারা ঘনঘন বৈঠক করছেন,আন্দোলন সূচী প্রনয়ন করছেন।কেব নিয়ে আন্দোলনের প্রথম ধাপে ,বলা চলে অনেকাংশে এরা সফল ও হয়েছে। কেননা প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় উপজাতিয়দের অংশগ্রহন নেহাতই কম ছিল। জনসভায় যাতে উপজাতিয়রা অংশগ্রহন না করে তার জন্ও পাহাড়ে হুলিয়া জারী করা হয়েছিল এদের তরফে। খুমুলুঙ জম্পুইজলা,টাকারজলা,মান্দাই,বড়মুড়া,হেজামাড়া,অভিচরন,সুবলসিং,শানখলা,পদ্মবিল,মনাইছড়া, হাতকাটা,বাইজাল,বেহালাবাড়ী,মুঙ্গিয়াকামী,আমবাসা,গংগানগর,সহ আশপাশ অন্চলে মাইকিং করা হয়েছিল। এদের উদ্দেশঅ ছিল মোদীর জনসভা বয়কট করা। ধারনা ছিল মোদীর সভা উপজাতিয়রা বয়কট করলে মোদী বাধ্য হবে CAB পেশ বাতিল করতে।কিন্ত মোদী জানিয়ে দিয়েছে CAB পেশ হবে। মোদীর ঘোষনার পর বলতেই হয় এদের আমলই দেয় নি মোদী সরকার।
কিন্ত্ অবিজেপি, অবাম উপজাতিয় রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলির এ ধরনের ভূমিকা মোকাবেলায় বিজেপি,আইপিএফটি র ভূমিকা ছিল নেহাতই নীরব দশকের । কিন্ত্ কেন? এর উওর দেবে ভবিষৎ ? যদিও উপজাতিয়দের মধ্যে বিজেপি র সংগঠন প্রায় নেই ।কিন্তু আইপিএফটি র তো সংগঠন ছিল ,অন্ততঃ গত বিধানসভা ভোট পযন্ত। এরাও তো নীরব ছিল।খবর হল পাহাড়ের নয়া রাজনৈতিক মেরুকরনে মেলারমাঠ দেখে চলার নীতি অনুসরন করে চলেছে।খবর বলছে কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের সমথকদের বিরোধী অবস্হানে এরা ভিড়িয়ে দিয়েছে। ওদিকে আইপিএফটি দল পড়েছে অনেকটা বেকায়দায়। এনসি,মেবারের অবস্হান অনেকটা নাজুক। এরা না পাড়ছে গিলতে ,না পারছে ফেলতে। এদের বেশ কয়েকজন নেতাতো দলের সাথে দূরত্ব রাখছে। আবার সাংগঠনিক সফরেও যেতে পারছে না। অনন্ত তো দুএকটি স্হানে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছে। আইপিএফটিতে যে ভাবে ধ্বস নামছে তা দেখে অনেকেই বলছেন এন সি,মেবারদের অবস্হান সহসাই ঠুনকো হয়ে যেতে পারে।

বিজেপি দেখে চলার নীতি অনুসরন করছে। পাহাড়ে এদের অবস্হান ভেসে চলো।সিটিজেনশীপ ইসুতে অনেক বিধায়ক উপজাতিয় অন্চলে যেতেই পারছে না। একজন বিধায়ককে তো এলাকায়

যেতে নিষেধ করেছে দলের কমী সর্মথক। প্রস্তাবিত সিটিজেনশীপ এমেন্ডমেন্ট বিল র বিরুদ্ধে অবস্হান নিয়ে তো হারানো জমি উদ্ধারে সাফল্য পাচ্ছে আইএনপিটি ।

ওদিকে কংগ্রেসের হয়ে লড়াইর ময়দানে প্রদ্যুৎ। সব উপজাতিয় দল,গোষ্ঠী উনার সাথে রয়েছে।সুপ্রিম কোর্টে মামলাও করেছেন প্রদ্যুত। বিখোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। মোদীর জনসভার সময় রাজবাড়ী থেকে অসংখ কালো বেলুন উড়ানো হয়েছে। বিখোভ করেছে কংগ্রেসর কিছু সমথক। গোটা পূবোওরেই অসন্তোষের মেঘ। গুয়াহাটি,ইটানগর,মিজোরাম,শিলচর সরবএ সরব বিখোভ।25 র আশায় 15 তে যাওয়ার আশন্কায় পদ্ম। সব মিলিয়ে বলা চলে এ অন্চলের উপজাতিয় দের একটি অংশ কমলবনের কাঁটা হয়ে দাড়িয়েছে।